দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 07 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৬

২৫

বাণিজ্যিক শিক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় সুপারিশ

আবদুল খালেক খান
অধ্যক্ষ, কুষ্টিয়া গভঃ কমাঃ ইনঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে দেশের সামগ্রিক উন্নতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। আর ব্যবসা কিংবা বাণিজ্যিক শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চাবিকাঠি। এসব উপলব্ধি করে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এ দেশে ১৬টি সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে ১৯৬৫ সাল থেকে দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষা কর্মসূচী চালু রয়েছে।

সাবেক বৃহত্তর জেলা সদরে (টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) এই ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট অবস্থিত। দশটি বিষয় যথা—বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, কারবার সংগঠন ও ব্যাংকিং, অফিস ব্যবস্থাপনা ও নথিকরণ, ইংরেজী, টাইপ রাইটিং, বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন, ইংরেজী, সেক্রেটারিয়াল সাইন্স, বাংলা সচিব বিজ্ঞান এবং হিসাব রক্ষণ ও হিসাব শাস্ত্র এ কোর্স-এর অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত বিষয়সহ মোট ১২০০ নম্বরের মধ্যে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে থাকে। শুধু ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বোর্ড প্রদত্ত ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স সার্টিফিকেট সাধারণ কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সার্টিফিকেট-এর সমমানের। ডিপ্লোমা পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোন ডিগ্রী কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পাস কিংবা সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। আবার ডিপ্লোমা পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীগণ ইচ্ছে করলে দক্ষ অফিস কর্মচারী হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশ করতে পারে। ১৬টি সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর মোট ৩৩২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে; এতে উভয় বর্ষে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬৪০ জন। শিক্ষক রয়েছেন ১৩৬ জন। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম দ্বিতীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাজমান। যেমন ঃ

১.১। বগুড়া জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী। এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন;

১.২। ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট। এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন;

১.৩। আকবর আলী খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ, কুমিল্লা। এটা সরকারী আর্থিক সহায়তায় বেসরকারীভাবে পরিচালিত;

১.৪। ঢাকা সিটি মহিলা বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়। এটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান;

১.৫। 'উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক বাণিজ্যিক শিক্ষা কার্যক্রম। এটা সরকার অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও নট্রামস, বগুড়ার মাধ্যমে থানা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন;

১.৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে নট্রামস, বগুড়ার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা শর্টহ্যান্ড, টাইপিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

১.৭। দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা বিভিন্ন নামের অসংখ্য টাইপ-শর্টহ্যান্ড শিক্ষা কেন্দ্র। এসব কেন্দ্র কোথা থেকে অনুমোদন লাভ

অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পৃথক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ইদানীং শোনা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টি হবে। সুতরাং বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক পরিদপ্তর সৃষ্টি করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। প্রস্তাবিত এই পরিদপ্তরের আওতায় নিম্নোক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ঃ

২.১। বগুড়া জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নট্রামস) ০১টি

২.২। গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ১৬টি

২.৩। থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা শিক্ষা কার্যক্রম ৪৬০টি

২.৪। আকবর আলী খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ, কুমিল্লা ০১টি

২.৫। ঢাকা সিটি মহিলা বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় ০১টি

২.৬। নট্রামস স্বীকৃত দেশের বিভিন্ন স্থানে চালুকৃত শর্টহ্যান্ড, টাইপিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (জরিপ প্রয়োজন)

২.৭। দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠা অসংখ্য টাইপ-শর্টহ্যান্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (জরিপ প্রয়োজন)

২.৮। মিরপুর (বেসরকারী).

ডিগ্রী কোর্সের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সও চালু রাখা যায়।

ডিপ্লোমা স্তর (চার বছর মেয়াদী) ঃ

ডিপ্লোমা স্তরকে মাধ্যমিক বাণিজ্যিক শিক্ষাস্তর বলা যেতে পারে। এটি চার বছর মেয়াদী হবে অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই স্তর উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাণিজ্যিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ডিপ্লোমা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক শিক্ষা কলেজে ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। অন্যথায় তারা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সরকারী কিংবা বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। দেশের ৪৬০টি থানায় 'উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে এই চার বছর মেয়াদী বাণিজ্যিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যায়। তাছাড়া ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, নট্রামস, বগুড়া এবং অন্যান্য কলেজ যেগুলোর নামকরণ (Nomenclature) পরিবর্তন করে 'কমার্শিয়াল এডুকেশন কলেজ' বা বিজিনেস এডুকেশন কলেজ' করার প্রস্তাব ইতিপূর্বে রাখা হয়েছে ঐ সব কলেজেও ডিগ্রী কোর্সের পাশাপাশি ডিপ্লোমা কোর্স স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে চালু রাখা যায়।

সার্টিফিকেট স্তর (ছয় মাস/এক বছর মেয়াদী) ঃ

সার্টিফিকেট কোর্স ছয় মাস কিংবা এক বছর মেয়াদী কিংবা উভয় মেয়াদী দু'টি কোর্স থাকতে পারে। ছয় মাস মেয়াদী কোর্সকে 'শর্টটার্ম সার্টিফিকেট কোর্স' এবং এক বছর মেয়াদী কোর্সকে 'লংটার্ম সার্টিফিকেট কোর্স' বলা যায়। এই শর্ট কিংবা লং টার্ম সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্তি শেষে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট লাভ করবে। ছয় মাস বা এক বছর মেয়াদে শিক্ষার্থীরা যে স্কীলনেস বা দক্ষতা অর্জন করবে তা দিয়ে তারা প্রফেশনে ঢুকতে পারবে। তবে,